দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

020

তারিখ 30 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

(2)

অর্থ পুস্তক

অর্থ পুস্তক প্রয়োজন কিনা এ নিয়ে বিতর্কের এখনও শেষ হয়নি। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত এখনও বহাল আছে। বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের অর্থপুস্তক প্রকাশ এখনও নিষিদ্ধ। ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের অর্থপুস্তক প্রকাশ ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে একটি বিল পাস হয়।

এ বিল নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। একটি মহলের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের গ্রাম এলাকায় শিক্ষিতের হার একান্তই নগন্য। প্রতি পরিবারের পক্ষে গৃহশিক্ষক রাখা সম্ভব নয়। তাই সাহায্যকারী পুস্তকের প্রয়োজন। অন্য মহলের বক্তব্য হচ্ছে শৈশব থেকে অর্থপুস্তকের সাহায্য নেয়া শুরু হলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে পরনির্ভরতা। এর আর শেষ হবে না।

তবে এ বিতর্কের অবকাশে আর একটি ঘটনা ঘটে গেছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পুস্তক ব্যবসায়ী এবং প্রকাশকেরা এই বিতর্কে কান না দিয়ে তাদের কাজটি করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেদার অর্থ পুস্তক প্রকাশ করে চলছে। শুধু তাই নয়, এই অর্থপুস্তক কেনা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাধ্যতামূলক। অর্থবই না কিনলে কোন ছাত্রছাত্রী বোর্ডের বই কিনতে পারছে না। ফলে বাধ্য হয়ে অর্থবই কিনতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।

এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিভিন্নভাবে। প্রকাশক এবং পুস্তক ব্যবসায়ীরা এই অর্থবই প্রকাশ করছে বেআইনীভাবে, গোপনে। ফলে এদের পক্ষে এই অর্থবইয়ের মান সম্পর্কে আদৌ নজর দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। যে কোন প্রকারে দু পয়সা আয় করার জন্য এরা যে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে যে কোন ধরনের অর্থবই বাজারে ছাড়ছে। ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করছে এই নিম্নমানের অর্থবই কিনতে।

অভিভাবক মহলের মতে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থপুস্তক নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যথায় মানসম্পন্ন অর্থপুস্তক প্রকাশ করতে হবে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীকে এ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেবার অবকাশ নেই।